৪ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ৮টার দিকে সুইফটে অনুপ্রবেশ করে তৃতীয় পক্ষটি। রাত সাড়ে ৮টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা অবস্থান করে অর্থ পরিশোধের ৩৫টি ভুয়া 'অ্যাডভাইস বা পরামর্শ' তৈরি করে তা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকে পাঠানো হয়। এসব পরামর্শ থেকে পাঁচটি পরামর্শ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয়ে বাংলাদেশের রিজার্ভের ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চলে যায় ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কায়।'

প্রাথমিক প্রতিবেদনটি থেকে যেসব বিষয় আমরা উপলব্ধি করতে পারি, সেটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, কথিত হ্যাকারেরা বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে। এমন দুর্বলতা সরকারের অনেক প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে। এসব দুর্বলতা কাটানো দরকার। দ্বিতীয়ত, যে ম্যালওয়্যারটি বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানো হয়, সেটি সাধারণ কোনো ম্যালওয়্যার নয়। এটি বিশেষভাবে তৈরি। আমি ফায়ারআইয়ের মূল প্রতিবেদনটি পড়েছি এবং তাতে এটি এভাবে বলা হয়েছে যে, জাতীয় পর্যায়ের হ্যাকিংয়ের জন্য এ ধরনের ম্যালওয়্যার তৈরি করা হয়। এই দুটি তথ্য থেকেই এমন ধারণা করতে পারি– দেশের ভেতরে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতরে এমন কেউ ছিল যারা প্রতিষ্ঠানটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা তছনছ করে হ্যাকারদেরকে আক্রমণ করার পথ খুলে দিয়েছে? এদের কি কোনো রাজনৈতিক পরিচয় আছে? ওরা কি একাত্তরের বাংলাদেশ বিরোধীদের উত্তরসূরি? ওরা কি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য করা কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ?

গত ১৯ মার্চ বিএনপির জাতীয় সম্মেলনে খালেদা জিয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা লোপাট নিয়ে একটি অপ্রয়োজনীয় বা খুবই জরুরি মন্তব্য করেছেন। তিনি এই টাকা চুরির সাথে সজীব ওয়াজেদ জয়কে যুক্ত করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার মতে, ছেলেকে বাঁচানোর জন্য আতিউরকে 'বলির পাঁঠা' বানানো হয়েছে। আমার কাছে বিষয়টি মনে হচ্ছে 'ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি কলা খাই না'। এমন তো হতে পারে খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান বিদেশে বসে হ্যাকারদের সহযোগিতা নিয়ে এই কাজটি করেছেন। এমনও হতে পারে জামায়াতিরা-সন্ত্রাসীরা এর সাথে যুক্ত।

শেখ হাসিনা বেশ কিছুদিন ধরেই ১/১১-এর মতো আরও একটি গভীর ষড়যন্ত্রের কথা বলছিলেন। এই টাকা সরানো কি তারই কোনো অংশ?

আমরা গত সাত বছরে এটি দেখে এসেছি যে, বাংলাদেশবিরোধীরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে দারুণ দক্ষ। এমনকি আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলোও ডিজিটাল প্লাটফরমকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। সম্ভবত এই ধারণা উড়িয়ে দেয়া যাবে না যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতরেই রয়েছে একাত্তরের পরাজিত শত্রুদের মিত্ররা। একই সাথে এই ধারণাও উড়িয়ে দেয়া যাবে না যে, এর সাথে খোদ বিএনপি-জামায়াত জড়িত।

আমি মনে করি, বিষয়টির গভীরে যেতে হবে এবং যারা এই কর্মকাণ্ডের ভেতরে, আশপাশে বা নেপথ্যে রয়েছে তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ও দেশবাসীকে জানাতে হবে। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আমাদের সফলতা নিয়ে খুব খুশি যে নয়, সেটি আমরা জানি। তাই তারাও কে কোথায় কীভাবে যুক্ত থেকেছে, সেটিও খুঁজে বের করা দরকার।

যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত, সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য চুরির বিষয়টি। প্রাথমিক তদন্তে এটি স্পষ্ট হয়েছে, শুধু সুইফট সার্ভারেই হ্যাকারেরা প্রবেশ করেনি। তারা আরও ৩২টি কমপিউটারে ম্যালওয়্যার পাঠিয়েছে। সেসব কমপিউটার এবং তার নেটওয়ার্ক থেকে কী ধরনের তথ্য চুরি হয়েছে, সেটি কি খতিয়ে দেখা হয়েছে? আমরা শুধু জেনেছি, ব্যাংকের সিস্টেমটি হ্যাকারদের দখলে ছিল দীর্ঘ সময়। এই সময়ের মধ্যে ব্যাংকের প্রায় সব তথ্যই পাচার হতে পারে। যেহেতু এটি কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয় এবং এর তথ্যগুলোও সাধারণ নয়, সেহেতু তথ্য চুরির মূল্যায়ন ও সতর্কতা গ্রহণ করা না হলে আমরা সব দিক দিয়েই বিপন্ন হয়ে পড়ব কজ

*ফিডব্যাক : **mustafajabbar@gmail.com***

বায়োমেট্রিক সিম নিবন্ধনের বিতর্ক নিয়ে 'রহস্য'

(৪৩ পৃষ্ঠার পর)

কোনোভাবে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে না পারেন, সেজন্য সরকার এই কৌশল গ্রহণ করে। অপারেটরগুলো এই কাজে অংশ নিতে পারে সন্দেহ থেকেই এই উদ্যোগ। আর তারানা হালিম বরাবরই বলে আসছেন, সিম নিবন্ধনের উদ্যোগ ভেস্তে গেলে সবচেয়ে বেশি খুশি হবে মোবাইল ফোন অপারেটরগুলো।

জানা যায়, এর আগে সিম নিবন্ধন কাজ শুরুর আগে ও পরে মোবাইল ফোন অপারেটরগুলোর শীর্ষ নির্বাহীদের নিয়ে তারানা হালিম একাধিকবার বৈঠক করেন। ওইসব বৈঠক থেকে জানা যায়, অপারেটরগুলো সিম নিবন্ধনের জন্য সারাদেশে এক লাখের বেশি বায়োমেট্রিক ডিভাইস সরবরাহ করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বৈঠক : অন্যদিকে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধন কাজের কী অগ্রগতি তা নিয়ে গত ২৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দেয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ। এতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। ওই প্রেজেন্টেশন শুরুর পরে এখন পর্যন্ত তিন ভাগের এক ভাগ সিম নিবন্ধন হয়েছে। গত ১৬ ডিসেম্বর থেকে দেশে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধন শুরু হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ছয় অপারেটরের মোট ৪ কোটি ৫৯ লাখ ৫৭ হাজার ৫৫১টি সিমের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। যদিও সিম ভেরিফিকেশনের জন্য পাঠানো হয়েছিল ৫ কোটি ৩৯ লাখ ৫৯ হাজার ৬৩৭টি। এর মধ্যে ম্যাচ করেনি ৮০ লাখ ৪১ হাজার ১৪৭টি।

ভেরিফায়েড হওয়া সিমের মধ্যে রয়েছে এয়ারটেলের ১৮ লাখ ১৭ হাজার ২২৪, বাংলালিংকের ১ কোটি ৩৮ লাখ ৯১ হাজার ৬১৮, সিটিসেলের ২৯ হাজার ৫৫৯, গ্রামীণফোনের ২ কোটি ৫৪ লাখ ৫৯ হাজার ৩৬, রবির ৪৫ লাখ ৭৭ হাজার ৩৬৫ ও টেলিটকের ১৮ লাখ ২৭ হাজার ৪৯টি।

কিরূপে হয়েছে, সমস্যা কোথায় তা চিহ্নিত করে সেসবের বিস্তারিত দেখানো হয়। এছাড়া বিশ্বের আর কোথায় কোথায় সিম নিবন্ধনে আঙুলের ছাপ নেয়া হচ্ছে, কোন মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে, তাদের সাফল্যের হার ইত্যাদি বিষয় দেখানো হয় কজ

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে আয়-রোজগার

(৪৪ পৃষ্ঠার পর)

ওপর খুব ভালো হাইকোয়ালিটির রিভিউ কনটেন্ট লিখতে হবে এবং আপনার ব্লগে বা ওয়েবসাইটে কাঙ্ক্ষিত ভিজিটর আনতে হবে, এর জন্য আপনি এসইও, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, ই-মেইল মার্কেটিং করতে পারেন। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট পণ্য মার্কেটিং করে কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে পারেন। কিন্তু অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মার্কেটারেরা 'ক্লিক আনার' যুদ্ধে নেমে পড়েন। এরচেয়ে সুনির্দিষ্টভাবে ইন্ডাস্ট্রি বা নিশ সম্পর্কে দক্ষতা থাকলে তবেই ভালো মানের কনটেন্ট তৈরি, অ্যাড বানানো, ল্যান্ডিং পেজ বানানো ও ফলোআপ করতে সক্ষম হবেন। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে আপনি সরাসরি কাস্টমারদের পণ্যের সেলস পেজে না পাঠিয়ে সেলস ফানেল করে কাস্টমারদের কন্টাক্ট ইনফো নিয়ে তাদেরকে পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে জানিয়ে এরপর পণ্যের সেলস পেজে পাঠিয়ে দিতে পারেন। মনে রাখবেন, সেলস ফানেল হিসেবে সবচেয়ে ভালো কাজ করে ভিডিও ল্যান্ডিং পেজ। এরপর হচ্ছে মাইক্রো ব্লগ, এরপর নরমাল ল্যান্ডিং পেজ। আর ভালো হয় যদি আপনি একটি ওয়েবসাইট বা ব্লগ করতে পারেন আর আপনার ব্লগের আর্টিকলের সাথে ভিডিও ল্যান্ডিং পেজ লিঙ্ক করেন। সাধারণত দেখা যায়, একজন ক্রেতা একটি পণ্য কেনার আগে অনলাইনে পণ্যটি সম্পর্কে জানতে চান। যেমন– একজন ব্যক্তি একটি মোটরবাইক কিনতে চান। তখন তিনি হয়তো গুগল বা ইয়াহু সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করেন। এজন্য তিনি সাধারণত 'Best motor bike', 'motor bike review', 'motor bike price', 'motor bike price in bd' কিংবা 'cheapest motor bike' এসব কিওয়ার্ড লেখেন। নির্দিষ্ট কিওয়ার্ডের জন্য আপনার প্রোডাক্ট রিভিউ সাইটটি যদি আপনি বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের প্রথমে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে আপনি প্রোডাক্ট অ্যাফিলিয়েটের মাধ্যমে ভালো টাকা আয় করতে পারবেন কজ